বাংলাদেশে এই প্রথম সরাসরি
জাপানি ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত
বাংলা মাধ্যম
ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণি
প্রতিষ্ঠা : ২০১৩
বাংলাদেশ সরকারের
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
এবং ঢাকা শিক্ষা বোর্ড
কর্তৃক অনুমোদিত
ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণিতে
ভর্তি নির্দেশনা
Dhaka EIIN: 138332
নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
(স্পেশাল ব্যাচ)
helps the students to have, pursue, and accomplish their dreams.
/ndmsc.bd
www.ndmscbd.org

# একাডেমিক ভবন

## LOCATION MAP

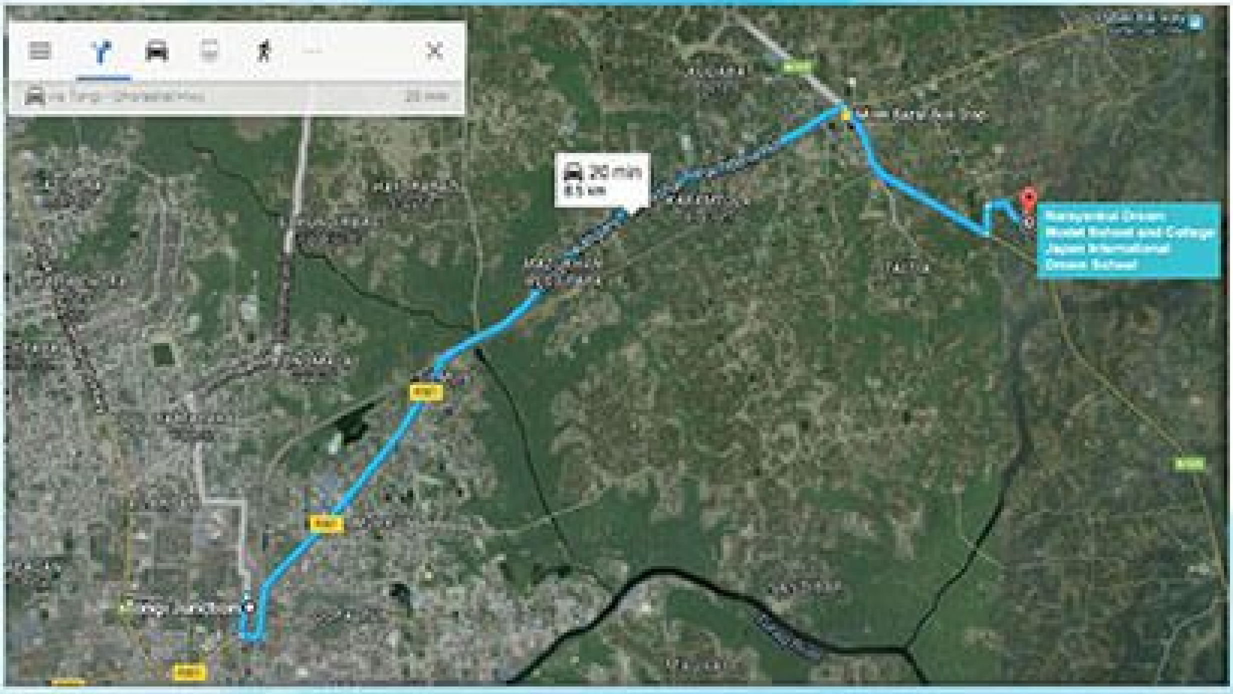

| সূচিপত্র | | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১। | সভাপতির বাণী | ০৪ |
| ২। | অধ্যক্ষের বাণী | ০৫ |
| ৩। | অতিথিদের বাণী | ০৬-০৭ |
| ৪। | NDMSC সম্পর্কিত তথ্য | ০৮ |
| ৫। | প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কিত তথ্য | ০৯ |
| ৬। | স্বপ্নের শিক্ষা কার্যক্রমের মডেল | ১০ |
| ৭। | ক্যারিয়ার | ১১ |
| ৮। | প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং শপথ | ১২ |
| ৯। | প্রতিষ্ঠানের বিভিধ কার্যক্রম এবং সুবিধাবলি | ১৩ |
| ১০। | স্বপ্নের শিক্ষা ধারা | ১৪ |
| ১১। | রুটিন পাঠ্যক্রম ও বার্ষিক খরচ | ১৫ |
| ১২। | ভাষা শিক্ষা | ১৬ |
| ১৩। | কোভিড-১৯ সময়ের স্কুলের কার্যক্রম | ১৭ |
| ১৪। | স্কুল প্রোগ্রাম, জাপানি ভাষা শিক্ষা | ১৮ |
| ১৫। | শিক্ষা সফর, অভিভাবক সমাবেশ | ১৯ |
| ১৬। | সাংস্কৃতিক উৎসব | ২০ |
| ১৭। | ড্রিম স্পিচ-ডে | ২১ |
| ১৮। | ড্রিম-ডে (বিজয় দিবস) | ২২ |
| ১৯। | অতিথিদের আগমন ও পরিদর্শন | ২৩ |

## সভাপতির বাণী

# শুভেচ্ছা বাণী

মিকি ওয়াতানাবে

নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অস্তিত্ব শুধুই এখানে অধ্যয়নরত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সুখ ও শান্তির জন্য। মানুষ জন্ম লাভ করে ব্যক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে এবং মহান স্বপ্ন ধারণের জন্য। প্রচেষ্টা দিয়ে গঠিত প্রত্যেক পদক্ষেপ ঐ স্বপ্নের সম্মুখীন। ব্যক্তি হিসেবে থাকবে চিন্তা করার গভীর উপলব্ধি ও আন্তরিকতা। সবাইকে ভালোবাসলে, সবার ভালোবাসা পাওয়া যায়। তোমার অস্তিত্বের প্রতি সদয় হও। আমার বিশ্বাস জীবনে অর্জিত এই 'ধন্যবাদ' ই হল মানব জাতির সুখ। আমার একটি স্বপ্ন আছে। কোন একদিন বিশ্ব এক হবে। হতাশার সকল অশ্রু পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং গ্রহটি আনন্দের হাসিতে ভেসে যাবে। আমি আশা করি, নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ হবে ঐ গন্তব্যের কেন্দ্রবিন্দু।

মিকি ওয়াতানাবে
সভাপতি
নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ
প্রতিষ্ঠাতা, ওয়াতামি গ্রুপ ও ইকুবুনকান ইউমে গাকুয়েন, জাপান।

# অধ্যক্ষের বাণী

কাৎসুশি ফুরুসাওয়া

স্বপ্নের শিক্ষা

এ শিক্ষা এমনি এক চুম্বকীয় শিক্ষা যা হলো স্বপ্ন ধারণ করা, স্বপ্ন অন্বেষণ করা, স্বপ্ন পূরণ করার চিরন্তন শিক্ষা। স্বপ্ন অর্জনের পথ পরিক্রমায় নানা কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে মানুষ তার স্বীয় ব্যক্তিত্বের বড় রকমের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। স্বপ্নের মধ্যেই অসীম, দুর্বার শক্তি নিহিত আছে। আমাদের প্রতিষ্ঠানে স্বপ্ন পূরণ করার অনেক পদ্ধতি আছে। অবশ্যই আমরা আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে আপনাদের সকলের শুভাগমনের অপেক্ষায় আছি । আমার অজস্র স্বপ্নের মধ্যে একটি স্বপ্ন হলো বাংলাদেশের শিক্ষায় আমি দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ।

কাৎসুশি ফুরুসাওয়া<br>
**অধ্যক্ষ**<br>
**নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ**

# অতিথিদের বাণী

## বাণী

ড. মোহাম্মাদ কায়কোবাদ

আমি মনে করি শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ যে ভাবে কাজ করে চলেছে তা সুদূরপ্রসারী। শিক্ষার্থীদের প্রতি আমার যেটি বলা-প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অনেক বিচক্ষণ হতে হবে এবং মস্তিষ্কের বেশি বেশি ব্যবহার করতে হবে। সব সময় কঠিন কে সহজ করে চিন্তা করতে হবে এবং সেটির সমাধান করতে হবে। সব সময় মনে রাখবে, চিন্তা ছাড়া তুমি কখনো জ্ঞানী হয়ে উঠবে না। যে যত চিন্তা করবে সে তত জ্ঞানী হয়ে উঠবে।

তোমাদের মঙ্গল কামনায়-

**ড. মোহাম্মাদ কায়কোবাদ**
অধ্যাপক, বুয়েট, ঢাকা

## বাণী

শাইখ সিরাজ

আমি খুব আনন্দ অনুভব করছিলাম, যখন আমি মনে করছিলাম আমি আজ একটি স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানে যাচ্ছি। আমাদের দেশে কখন যে এত সুন্দর একটি স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তা আমি বুঝতে পারিনি। আমি এতটুকু সময় অতিবাহিত করে বুঝতে পেরেছি এই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানে কিছু জাপানি বন্ধুদের সহায়তাই তোমরা অনেক উন্নতি করেছ। তবে শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে আমি বলতে চাই- তোমাদেরকে স্বপ্ন দেখতে হবে। মনে রাখতে হবে স্বপ্নেরও প্রকার আছে। রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে যে স্বপ্ন দেখা হয় সে স্বপ্ন আসল স্বপ্ন নয়, যে স্বপ্ন তোমাকে ঘুমাতে দেয় না সেটাই আসল স্বপ্ন। তোমাকে স্বপ্ন দেখতে হবে এবং তা বাস্তবায়ন করার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। আমারও স্বপ্ন ছিল একজন সাংবাদিক হব। আমি স্বপ্ন দেখেছি, সংগ্রাম করেছি এবং সফল হয়েছি। সব সময় মনে রাখবে অসম্ভব বলে কিছুই নাই। তোমার দ্বারা প্রতিটি বিষয় সম্ভব হবে যদি তুমি প্রাণপণে চেষ্টা কর। তোমাদের সকলের মঙ্গল কামনায় -

**শাইখ সিরাজ**
সাংবাদিক এবং কৃষি উন্নয়ন কর্মী, চ্যানেল আই

# বাণী

নজরুল ইসলাম খান

স্বপ্ন সময়ের ন্যায় চলমান। তোমাদের একটি কথা মনে রাখতে হবে, স্বপ্ন দেখা যতটা সহজ, স্বপ্ন বাস্তবায়ন কিন্তু ততটা সহজ নয়। স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হলে তোমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হবে। যুগের সাথে স্বপ্নের মান বাড়াতে হবে, আমি এক সময় স্বপ্ন দেখতাম একটি বাইসাইকেল কেনার। স্বপ্ন দেখার কারণ আমি প্রতিদিন ৫ কিলোমিটার মেঠোপথ হেঁটে কলেজে যেতাম। কিন্তু এখন তোমাদের স্বপ্ন আর বাইসাইকেলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে না, তোমাদের স্বপ্ন থাকবে সুদূরপ্রসারী, অর্থাৎ সাইকেলের স্থানে এরোপ্লেন কিনতে হবে। যুগের পরিবর্তন ঘটছে, সাথে সাথে প্রত্যেক মানুষের ইচ্ছাশক্তিরও পরিবর্তন আনতে হবে। তাই আমি আশা করি, নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ যে ভাবে প্রযুক্তির সাথে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে খুব তাড়াতাড়ি এই প্রতিষ্ঠানের মডেল চিন্তা ভাবনা এ দেশে ছড়িয়ে যাবে।

**নজরুল ইসলাম খান**

**কিউরেটর**
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল মিউজিয়াম, ঢাকা

# বাণী

ড. আতিউর রহমান

নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের সকলকে বলতে চাই, জীবন আসলে সহজ না, কিন্তু জীবনকে সহজ করে নিতে হবে। আর তার জন্য প্রয়োজন একনিষ্ঠ পরিশ্রম । যে যত পরিশ্রমী তার জীবন তত সহজ এবং উন্নত। সমস্যা আসলে কাজের মাধ্যমে আসে, আর সমাধান তখন হবে যখন তুমি চিন্তা করতে শুরু করবে। আমার জীবনে অনেক সমস্যা ছিল এবং আমি তা চিন্তা করে সমাধান করেছি। আমার ছোট বেলা ছিল দরিদ্রতায় ভরপুর, কিন্তু আমার চিন্তা আর প্রচেষ্টা আমাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। তোমার পকেটে যে টাকা গুলো আছে সেই টাকার কোন একটিতে হয়তো আমার হাতের স্বাক্ষর খুঁজে পাবে। কারণ আমার প্রচেষ্টায় আমি বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর হয়েছিলাম। তোমাদের সকলের প্রতি আমার শুভকামনা রইল।

**ড. আতিউর রহমান**
সাবেক গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক

# NDMSC সম্পর্কিত তথ্য

নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ এক মহান ব্যক্তিত্ব, উদারতার বিশাল আকাশ, ডায়েট সদস্য, জাপান এবং ওয়াতামি গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা মিকি ওয়াতানাবে- এর স্বপ্নের শিক্ষার বাস্তবতার এক অনিন্দ্য প্রকাশ। বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে মানসম্মত শিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে এই প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । এ প্রতিষ্ঠানে একটি পাঁচতলা ভবন, বড় খেলার মাঠসহ প্রায় ১০ একর জমি রয়েছে। স্বপ্নের প্রতিষ্ঠান স্বপ্নের মতই সুন্দর, অত্যাধুনিক দৃষ্টিনন্দন, যা প্রত্যেক শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশ লাভে একান্ত সহায়ক। জাপানের টোকিওর ইকুবুনকান উচ্চ বিদ্যালয়রে নিয়ম-কানুন ও পরিচালনা পদ্ধতি অনুসারে পরিচালিত হয়। বাংলার মোড়কে মোড়ানো যেন জাপানি শিক্ষার সাক্ষাত, অভিনব পাঠদানকৌশল প্রতিষ্ঠানটিকে বাংলাদেশের মডেল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে। জাতীয় পাঠ্যক্রম (ইংরেজি ভার্সন) এবং শহরে অন্যান্য সহশিক্ষা কার্যক্রম, বিদেশি ভাষা শিক্ষা, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, সংগীত, নৃত্য, বাক-শিল্প এবং খেলাধুলা সব কিছুতেই বৈশ্বিক মান অনুসরণও অনুকরণে ঋদ্ধ। ড্রিম স্কুল অ্যান্ড কলেজ কোমলমতি শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক ও সার্বিক বিকাশের সহায়ক। অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী মানেই গুণে-মানে সেরা, নৈতিকতা, মানবিকতা, সূক্ষ-বুদ্ধিমত্তার ধারক ও বাহক হয়ে এগিয়ে যাবে দুর্বার, দুঃসাহসী সত্য-সন্ধানী এক সৈনিক ।

# প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কিত তথ্য

মিকি ওয়াতানাবে (জন্ম ০৫ অক্টোবর, ১৯৬৯) জাপানের পার্লামেন্ট ডায়েটের একজন সংসদ সদস্য। ১৯৯৪ সালে তিনি জাপানের বিখ্যাত ওয়াতামি গ্রুপ অব কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। প্রতিষ্ঠার পর থেকে তিনি আপ্রাণ চেষ্টা করে কোম্পানিকে সফলতার পথে উন্নিত করেন। ২০০০ সালে তাঁর কোম্পানি জাপানের টোকিও স্টক এক্সচেঞ্জ এর তালিকাভুক্ত হয়।

২০০৬ সালের এপ্রিল মাসে ওয়াতামি তাঁর কার্যপরিধি সম্প্রসারণ করেছেন। প্রতিষ্ঠিত হয় নার্সিং কেয়ার হোম, বৃদ্ধদের জন্য ক্যাটারিং সার্ভিস, মার্চেন্টাইজিং, কৃষি খামার, উইন্ড মিল ইত্যাদি। বর্তমানে তার কোম্পানির আওতাধীন রেস্টুরেন্টের সংখ্যা ৭২৫ টি, ৯৪ টি নার্সিং কেয়ার, ফুড ক্যাটারিংয়ের প্রায় ৫০২ টি অফিস ও ৭৮০ হেক্টর কৃষি খামারসহ অসংখ্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাঁর কোম্পানির জনহিতকর এই প্রচেষ্টার ফসল হিসেবে বিগত ১০০ বছরের মধ্যে বিশ্বের সর্বোচ্চ 'ধন্যবাদ' পাওয়া প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছে।

২০১৩ সালে জাপানের উচ্চ কক্ষের নির্বাচনে ১০৪, ১৭৬ ভোট পেয়ে তিনি সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এখন তিনি বিশ্ববাসীর হিতসাধনের জন্য 'Growth of the sustainable economy' টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন।

তিনি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিক্ষা সহায়তা দেয়ার জন্য চালু করেছেন দাতা সংস্থা 'স্কুল এইড জাপান'। এছাড়াও জাপানের সফল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "ইকুবুনকান ইউমে গাকুয়েন" নামে একটি স্কুল পরিচালনা করে থাকেন। যার আদলে প্রতিষ্ঠা হয়েছে 'জাপান ইন্টারন্যাশনাল ড্রিম স্কুল এবং নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ'।

# স্বপ্নের শিক্ষা কার্যক্রমের মডেল

জাপানের একজন শিক্ষানুরাগী কর্তৃক বাংলাদেশে প্রথমবারের মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এটি জাপানের একটি বিখ্যাত মডেল হাই স্কুল "ইকুবুনকান ইউমে গাকুয়েন" এর আদলে গড়ে উঠেছে। এই প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি জাপানিজ শিক্ষা ব্যবস্থাপনা দ্বারা পরিচালিত। জাপানিজ শিক্ষা পদ্ধতি যেন সঠিক ভাবে ব্যবহৃত হয় সে জন্য স্বয়ং কিছু দক্ষ জাপানিজ সরাসরি পরিচালনা করে যাচ্ছেন। এই স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষা ও কাজের সুবিধার্থে তৈরি করা হয়েছে শিক্ষা বান্ধব পরিবেশ; যেটি মূলত জাপানি প্রতিষ্ঠান "ইকুবুনকান ইউমে গাকুয়েন"-এর আদলে।

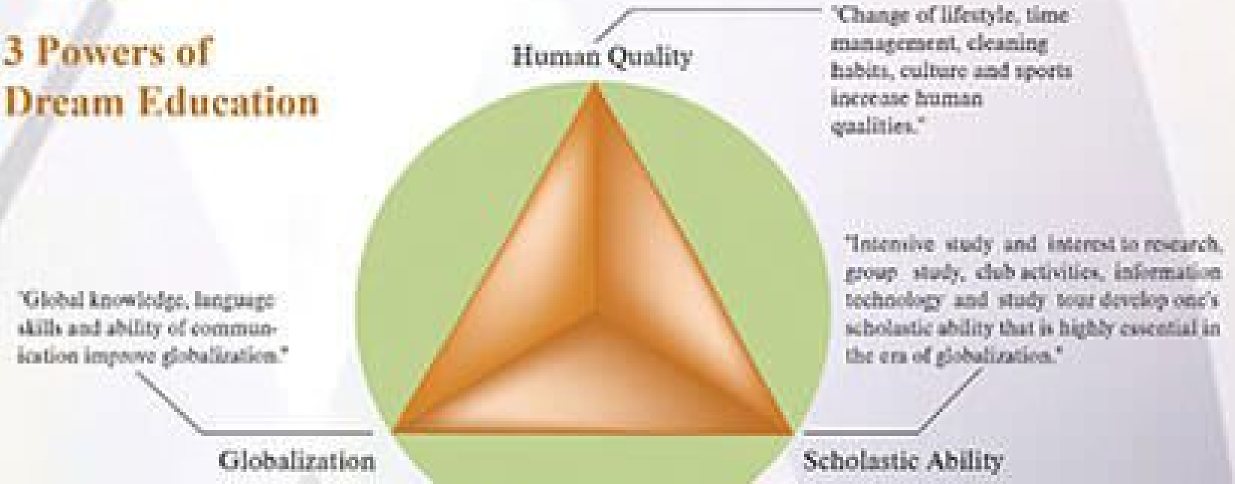


এ শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে একজন শিক্ষার্থী শুধুই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাই অর্জন করবে এমনটি নয়, স্বপ্নের শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী যথাযথ মানবিক গুণাবলি নিয়ে বেড়ে উঠবে, শিক্ষার্থীরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যোগ্যতার প্রমাণ রাখবে, পাশাপাশি বৈশ্বিক জ্ঞান অর্জন করে বিশ্বের উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে শিখবে। কীভাবে একজন শিক্ষার্থী চিন্তা করতে শিখবে তা পরবর্তী পাতায় দৃশ্যমান।

# ক্যারিয়ার (Career)

নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ শুধু বাংলাদেশের পাঠ্যবই অনুসরণ করে না, পাশাপাশি জাপানি পদ্ধতিও অনুশীলন করে। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বাস্তব শিক্ষা অর্জন করার সুযোগ আছে যা তারা ভবিষ্যৎ পেশাগত জীবনে প্রয়োগ করতে পারবে। আর সে জন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদেরকে জাপানি ভাষা, স্পেশাল ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিং শেখানো হচ্ছে।

ভবিষ্যৎ জীবন গড়ার জন্য এই প্রতিষ্ঠানটি বিশেষ সহায়তা প্রদান করে থাকে যা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে ভিন্ন। প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার্থীদেরকে এইচ,এস,সি পাশের পর শুধু ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে সহযোগিতাই করে না, বরং জাপানের মত উন্নত দেশে কীভাবে ভাল কোম্পানিতে চাকরি করতে পারবে সেটিও ঠিক করে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

নিচে কীভাবে প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা ও চাকরির পথে এগিয়ে যাবে তা দেখানো হলো ঃ

## Dream School & College Career Path

কম্পিউটার প্রোগ্রামিং কোর্স শেষ করার পর শিক্ষার্থীরা জাপানের বড় বড় বিখ্যাত কোম্পানিতে চাকরি করতে পারবে। বিখ্যাত কোম্পানির লগো ঃ

MONSTAR LAB Iterative FRIDAYS

# প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং শপথ

## প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য (Vision)

**Dream School & College exists solely for the welfare of the students.**

**Dream School & College** শুধু ছাত্র-ছাত্রীদের সুখ-শান্তির জন্য বিদ্যমান।

## প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য (Purpose)

**Dream School & College helps the students to have, pursue, and accomplish their dreams.**

**Dream School & College** ছাত্র-ছাত্রীদের স্বপ্ন দেখতে, স্বপ্ন অন্বেষণ করতে এবং স্বপ্ন পূরণ করতে সাহায্য করে।

## শিক্ষার্থীদের ৭টি শপথ (7 Promises of Students)

1. Greet people in a cheerful and friendly manner.
   হাস্যোজ্জ্বল ও বন্ধুসুলভ মনোভাব নিয়ে সবাইকে অভিবাদন জানাবো।
2. Be as good as your words. Never tell a lie.
   কথা দিয়ে কথা রাখব এবং কখনও মিথ্যা কথা বলব না।
3. Be grateful for what you have.
   আমার যা আছে তাই নিয়ে খুশি থাকব।
4. Continue to make great efforts in order to make your dreams come true.
   স্বপ্ন পূরণের জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব।

5. Judge from not pros and cons but right and wrong.
   সুবিধা-অসুবিধা বা লাভ লোকসান নহে, কোনটা সঠিক কোনটা ভুল সেই হিসেবে বিচার করব।
6. Share happiness and sadness with others.
   অন্যের সাথে সুখ-দুঃখ শেয়ার করব।
7. Achieve the goal that you believe is right.
   সঠিক লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টা করব।

# প্রতিষ্ঠানের বিবিধ কার্যক্রম

প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক শিক্ষার্থী তাদের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য উদগ্রীব । প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকে শেষ সময় পর্যন্ত তারা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শিক্ষামূলক কাজে ব্যস্ত থাকে।

গবেষণা

ড্রিম শেয়ার

অতিরিক্ত/এক্সট্রা ক্লাস

২১শে ফেব্রুয়ারি উদযাপন

শিক্ষা সফর

কৃষি শিক্ষা

উদ্ভিদ গবেষণা

সমাবেশ

ভালো ফলাফল করা

মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম

স্বেচ্ছাশ্রম

পরিচ্ছন্নতা

# সুযোগ সুবিধা

নৈতিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সর্বোত্তম শিক্ষণ পরিবেশ প্রদানে নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ সকল ধরণের আধুনিক সুযোগ ও সুবিধা সমৃদ্ধ।

১। আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব।
২। বিজ্ঞান গবেষণাগার।
৩। ৫ হাজারের অধিক বইয়ে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি।
৪। স্বয়ংক্রিয় জেনারেটর (৩০ কেভি)।
৫। উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট।
৬। বিশাল খেলার মাঠ।
৭। নামাজ ঘর।
৮। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষ।
৯। উন্নত পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় সকল মাল্টিমিডিয়া উপকরণ।
১০। ২ হাজার দর্শনার্থী ধারণ ক্ষমতার অডিটোরিয়াম।
১১। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ীতে যাতায়াত ব্যবস্থা।
১২। ছাত্রদের জন্য হোস্টেলের সুবিধা।

# স্বপ্নের শিক্ষা ধারা

স্বপ্নের শিক্ষা বাস্তবায়নে নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, প্রত্যেক শিক্ষার্থীর লক্ষ্য/স্বপ্ন অর্জনের একটি কার্যকরী ধারা অনুসরণ করে। নিচের কার্যসূচিতে স্বপ্নের শিক্ষা কীভাবে কাজ করে তা দেখানো হয়েছে।

**স্বপ্ন**

**স্নাতকোত্তর**

**স্নাতক**

Exit from NDMSC

**Study Period At NDMSC** (Year of Study)

**12–11 কলেজ/উচ্চ মাধ্যমিক**

- এইচএসসিতে ভাল ফলাফল করা সহ সকল বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির জন্য প্রস্তুত করা।
- বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের জন্য প্রস্তুত করা।
- বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন জন্য পরামর্শ প্রদান করা।
- মানসিক গুণাবলি উন্নয়ন করা
- কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করা।

**সাপোর্ট (কলেজ/উচ্চ মাধ্যমিক)**

- কর্মজীবনের পরামর্শ
- ব্যক্তিগত সমস্যার পরামর্শ
- এইচএসসি জন্য অতিরিক্ত ক্লাস
- বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম
- বিদেশে অধ্যয়নের পরামর্শ
- বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তিতে সহায়তা
- আইইএলটিএস, টোফেল পরীক্ষার জন্য সহায়তা
- কম্পিউটার ভাষা শিক্ষাদান
- [illegible]

**10–9 মাধ্যমিক বিদ্যালয়**

- উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য প্রস্তুত করা
- স্বপ্ন পূরণের দিকে জোর দেওয়া
- মানসিক গুণাবলি উন্নয়ন করা।

**সাপোর্ট (মাধ্যমিক বিদ্যালয়)**

- কর্মজীবনের পরামর্শ
- ব্যক্তিগত সমস্যার পরামর্শ
- এসএসসি জন্য অতিরিক্ত ক্লাস
- বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম
- বিদেশি প্রতিষ্ঠানের সাথে শিক্ষা বিনিময় কার্যক্রম
- কম্পিউটার ভাষা শিক্ষাদান
- [illegible]

**8–6 নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়**

- মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার জন্য পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করা।
- স্বপ্ন নির্বাচন করা
- স্বপ্ন অর্জনের জন্য কাজ করা
- মানসিক গুণাবলি উন্নয়ন করা।

**সাপোর্ট (নিম্ন মাধ্যমিক)**

- স্বপ্ন নির্বাচনে পরামর্শ
- কর্মজীবনের পরামর্শ
- ব্যক্তিগত সমস্যার পরামর্শ
- কম্পিউটার ভাষা শিক্ষাদান
- [illegible]

Entry to NDMSC

**SCHOOL PROGRAMS**

# রুটিন, পাঠ্যক্রম ও বার্ষিক ফি

## ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণি

### স্কুল অ্যান্ড কলেজের রুটিন

| | |
|---|---|
| নির্ধারিত দিন | রবিবার - বৃহস্পতিবার |
| সময় | সকাল ০৮:৫০ - দুপুর ০২:৫৫ |
| ক্লাসের সময় | ৪০ মিনিট |
| হোমরুম | সকাল ০৮:৫০ - সকাল ০৮:৫৫ |
| সমাবেশ | ০৮:৫৫ - ০৯:২৫ |
| প্রথম পিরিয়ড | ০৯:৩০ - ১০:১০ |
| দ্বিতীয় পিরিয়ড | ১০:১৫ - ১০:৫৫ |
| তৃতীয় পিরিয়ড | ১১:০০ - ১১:৪০ |
| চতুর্থ পিরিয়ড | ১১:৪৫ - ১২:২৫ |
| টিফিন | ১২:২৫ - ১২:৫০ |
| পঞ্চম পিরিয়ড | ১২:৫৫ - ০১:৩৫ |
| ষষ্ঠ পিরিয়ড | ০১:৪০ - ০২:২০ |
| হোমরুম | ০২:২০ - ০২:৩০ |
| পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা | ০২:৩০ - ০২:৫০ |

### Curriculum / পাঠ্যক্রম

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরিচালিত জাতীয় শিক্ষাক্রম দ্বারা নির্ধারিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করে পরিচালিত হয়। নিয়মিত পাঠ্যসূচির বাইরেও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা উন্নয়নে জাপানিজ ও ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং তথ্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা উন্নয়নে যুগোপযোগী ICT শিক্ষা দিয়ে থাকে।

### ভর্তি যোগ্যতা

ষষ্ঠ - একাদশ শ্রেণিতে যোগ্যতার ভিত্তিতে ভর্তি হতে পারবে। যেসকল শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, সামর্থ্য এবং স্বপ্ন পূরণের আকাঙ্ক্ষা আছে তারা ভর্তির জন্য আবেদন করবে। প্রতিষ্ঠানের নিয়মিত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থী তার লক্ষ্যে পৌঁছবে।

## বার্ষিক খরচের বিবরণ

| খরচের খাত | টাকার পরিমাণ | | | | | প্রদানের ধরণ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ৬ষ্ঠ শ্রেণি | ৭ম শ্রেণি | ৮ম শ্রেণি | ৯ম ও ১০ম শ্রেণি | একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি | |
| আবেদন ফি | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= | আবেদনপত্র ক্রয়ের সময় |
| ভর্তি ফি (নতুন শিক্ষার্থীদের জন্য) | ৮,০০০/= | ৮,০০০/= | ৮,০০০/= | ৯,০০০/= | ৯,৫০০/= | ভর্তির সময় (নতুন ছাত্রছাত্রীর ক্ষেত্রে) |
| সেশন ফি | ৭,০০০/= | ৭,০০০/= | ৭,০০০/= | ৮,০০০/= | ৮,৫০০/= | বছরে একবার |
| বেতন | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | মাসিক অথবা বার্ষিক পরিশোধযোগ্য |
| অতিরিক্ত পাঠ্যবই ফি | ০/- | ০/- | ০/- | ০/- | ০/- | বছরে একবার |
| [illegible] ফি | ৫০০/= | ৫০০/= | ৫০০/= | ৫০০/= | ৫০০/= | বছরে একবার |
| শিক্ষাসফর ফি | ১,৫০০/= | ১,৫০০/= | ১,৫০০/= | ১,৫০০/= | ১,৫০০/= | বছরে একবার |
| স্পোর্টস ফি | ১,০০০/= | ১,০০০/= | ১,০০০/= | ১,০০০/= | ১,০০০/= | বছরে একবার |
| পরীক্ষা ফি | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | বছরে দুইবার |
| সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ফি | ১,০০০/= | ১,০০০/= | ১,০০০/= | ১,০০০/= | ১,০০০/= | বছরে একবার |
| মেডিকেল ফি | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= | ১০০/= | বছরে একবার |
| শিক্ষা উপকরণ ফি | ১,০০০/= | ১,০০০/= | ১,০০০/= | ২,০০০/= | ২,০০০/= | বছরে একবার |
| সর্বমোট (বার্ষিক) | ৪২,১০০/= | ৪৪,৫০০/= | ৪৫,৭০০/= | ৫৫,৭০০/= | ৬০,৮০০/= | নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই ফি পরিশোধযোগ্য |

**এছাড়াও JSC, SSC, HSC এর রেজিস্ট্রেশন ফি/বোর্ড ফি সরকার নির্ধারিত হারে পরিশোধ করতে হবে।**

# ভাষা শিক্ষা

## জাপানি/ইংরেজি ভাষা শিক্ষা

নিয়মিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বৈশ্বিক যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে দক্ষ প্রশিক্ষকের মাধ্যমে ইংরেজি এবং জাপানি ভাষা শিক্ষা দেয়া হয়। যা শিক্ষার্থীদের একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে।

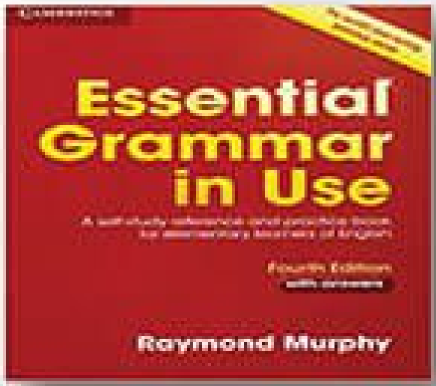


### বিদেশি অতিথিদের সাথে যোগাযোগ ও মত বিনিময়ের সুযোগ

এই প্রতিষ্ঠান জাপানের একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ইকুবুনকান এর অঙ্গ-সংগঠন হওয়ায় বছরের বিভিন্ন সময়ে জাপান থেকে শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং দর্শনার্থীরা সফরে আসে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও স্কাইপি বা অনলাইনের মাধ্যমে বিদেশি শিক্ষার্থীদের সাথে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের তথ্য আদান-প্রদান করে বর্তমান বিশ্ব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারে।

Ikubunkan Dream School, Tokyo, Japan
A sister concern of Dream School & College

# কোভিড-১৯ সময়ের স্কুলের কার্যক্রম

করোনাকালীন এ মহামারিতে বিশ্ব যখন থমথমে, স্থবির, নির্বাক, থমকে দাঁড়িয়েছে উন্নয়নের চাকা তবু নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ সরকারি প্রজ্ঞাপন মেনে দুর্যোগেও সকল কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

# ক্রীড়া প্রোগ্রাম

সুস্থ দেহ সুস্থ মন, স্বপ্ন গড়তেই সক্ষম'-এই শ্লোগানকে সামনে রেখে প্রতিবছরের শুরুতে স্পোর্টস ফেস্টিভ্যাল আয়োজিত হয়। এ বার্ষিক ক্রীড়া অঙ্গনে শিক্ষার্থীরা ব্যতিক্রমধর্মী ইভেন্ট, স্থানীয় ও জাপানি খেলা প্রদর্শনের মাধ্যমে নিজেদের দলীয় স্কোর অর্জন করতে সচেষ্ট হয়। সর্বোচ্চ স্কোরিং দল কাঙ্ক্ষিত ট্রফি জিতে নেয়। এ উৎসবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তাদের সর্বোচ্চ দলগত কাজ করার সক্ষমতা লাভ ও নেতৃত্বের গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়।

# স্কুল প্রোগ্রাম

স্বপ্নের পথের পদযাত্রায় নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ লেখাপড়ার পাশাপাশি কিছু অনন্য আলোয় আলোকিত কাজ করে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের জাপানি ভাষা শেখার সুযোগসহ জাপান, কানাডা, এবং বিভিন্ন উন্নত দেশে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা বৃত্তি প্রাপ্তিতে সহায়তা করে থাকে। এছাড়াও TOEFL এবং IELTS এর প্রস্তুতিতে সব ধরণের সহযোগিতা বিদ্যালয় থেকে প্রদান করা হয়।

## স্কুল প্রোগ্রাম:

- ক্রীড়া উৎসব
- সাংস্কৃতিক উৎসব
- শিক্ষা সফর
- অভিভাবক সভা
- ড্রিম স্পিচ ডে
- কোচিং ক্লাস
- ড্রিম কাউন্সিলিং
- এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম
- বৃত্তি
- বিদেশে অধ্যয়ন
- ক্যারিয়ার নির্বাচন এবং কাউন্সেলিং
- IELTS এবং TOEFL এর জন্য প্রস্তুতি
- জাপানি ভাষা শেখা

## এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম:

আমাদের বিদ্যালয়রে অন্যতম প্রধান প্রোগ্রাম স্কুল হল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম। স্বল্প এবং দীর্ঘমেয়াদী এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের মাধ্যমে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ভাষা এবং দক্ষতা প্রচারের জন্য অংশীদার প্রতিষ্ঠানের সাথে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয়। ড্রিম স্কুল এবং জাপানের ইকুবুনকান ড্রিম স্কুল অব টোকিও-এর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতার সেতু বন্ধন রয়েছে।

## জাপানি ভাষা শিক্ষা:

বিশ্বব্যাপী অধ্যয়ন,উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের দ্বার উন্মুক্ত করার লক্ষ্যে জাপানি প্রতিষ্ঠান এবং কোম্পানিগুলির সাথে দৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীদের এমনভাবে লালন পালন, নীতি-নৈতিকতার শিক্ষা প্রদান করা হবে যাতে তারা বাঁধার পাহাড় অতিক্রম করে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে। এ লক্ষ্যে আমরা তাদের জাপানি ভাষা শিক্ষা দিয়ে থাকি। বিশ্বায়নের যুগে ভিন্ন ভাষা শিক্ষা তাদের অনন্য সুযোগ সৃষ্টি করবে।

# শিক্ষা সফর

শ্রেণিকক্ষের পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে বাইরের জগত থেকে বাস্তব ও টেকসই জ্ঞান অর্জিত হয়। শিক্ষার্থীরা বই পড়া ছাড়াও দেখে, স্পর্শ করে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। ইতিহাস-ঐতিহ্যের বাস্তব জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা চিন্তন দক্ষতা অর্জনের সুযোগ লাভ করে। এ উদ্দেশ্যে ড্রিম স্কুল শ্রেণিভিত্তিক পাঠ উপযোগি স্থানে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সফর আয়োজন করে থাকে। এর মধ্যে অন্যতম হল- সোনারগাঁ লোকশিল্প জাদুঘর, জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ কৃষি বিদ্যালয়। এ অনন্য শিক্ষা সফরের মাধ্যমে আমাদের শিক্ষার্থীরা বৈচিত্র্যময় বাস্তব জ্ঞান হাতে কলমে অর্জন করতে পারে।

## অভিভাবক সমাবেশ

অভিভাবক সমাবেশ আমাদের বিদ্যালয়ের বিভিন্ন কার্যাবলির অন্যতম একটি। একজন শিক্ষার্থী নিজের, শিক্ষক ও অভিভাবকের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কাঙ্খিত ফলাফল অর্জন করতে পারে। তাই আমরা আমাদের অভিভাবকদের সাথে বিশ্বস্ত ও সুদৃঢ় সম্পর্ক গড়ে তুলতে বদ্ধ পরিকর। এ সমাবেশে অভিভাবকগণ শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনার বিষয়গুলো তুলে ধরার সুযোগ লাভ করে। শিক্ষার্থীদের স্বপ্ন পূরণে ও বিদ্যালয়ের সামগ্রিক উন্নয়নে অভিভাবকদের মতামত ও পরামর্শ ড্রিম স্কুল আন্তরিকভাবে গ্রহণ করে। অভিভাবকদের পরামর্শ মাফিক পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ড্রিম স্কুল তার কাঙ্খিত স্বপ্নের পানে ছুটে চলে।

# সাংস্কৃতিক উৎসব

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, মেধা ও প্রতিভা বিকাশের অন্যতম একটি উপলক্ষ্য হলো সাংস্কৃতিক উৎসব। বছরের শেষার্ধে দুই দিনব্যাপী নানা আয়োজনে শিক্ষার্থীরা তাদের নিজেদের তুলে ধরার সুযোগ পায়। এ উৎসবে মঞ্চে নাচ, গান, অভিনয়, আবৃত্তি, বিতর্ক, ফ্যাশান শো, ইত্যাদির মাধ্যমে যেমন নিজেদের উপস্থাপন করার সুযোগ তৈরি করে তেমনি বিভিন্ন প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাদের নিয়মিত কার্যক্রমকে সকলের সামনে তুলে ধরতে পারে। বিজ্ঞান মেলা, বই মেলা, পিঠা উৎসবও উদযাপন করে থাকে যা উৎসবমুখর, আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে।

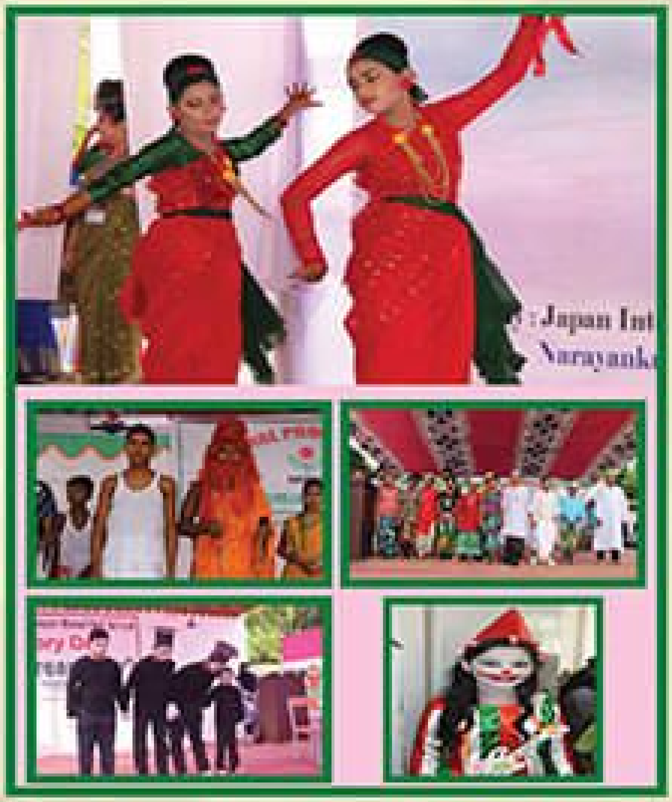

# ড্রিম স্পিচ ডে

বছরে দুইবার প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের স্বপ্নের পথে এগিয়ে নিতে দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তিবর্গকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সফল মানুষেরা তাদের জীবনের সংগ্রাম ও সফলতার গল্প শুনিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে। ফলে শিক্ষার্থীরা স্বপ্ন পূরণে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

Dr. Atiur Rahman

Angela Gomes

Pilot. Jakaria Sobuj

Dr. M. Kaykobad

Mr. Enamul Hoque

Mr. Shykh Seraj

Mr. Nozrul Islam Khan

Mr. Abdul Hamid

Dr. Arup Raton Ch.

Prof. Abul Barkat

## ড্রিম-ডে এবং বিজয় দিবস

বছরের শেষ দিকে প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের পরবর্তী বছরের স্বপ্ন নির্ধারণ করে। এদিনে তারা নিজেদের প্রচেষ্টায় নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করে আনন্দ উদযাপন করে। তারা তাদের স্বপ্ন নিয়ে রচনা লেখে, মঞ্চে স্বপ্ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করে। এ অনুষ্ঠানের পুরোটাই শিক্ষার্থীরাই পরিচালনা করে থাকে।

## সহশিক্ষা সহায়ক কার্যক্রম

নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ছুটির পর নানাবিধ ক্লাব কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এর মধ্যে আছে বিতর্ক, বাংলা ও ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ ক্লাব, ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক, বিজ্ঞান, গণিত, কুইজ ক্লাব সহ বৈচিত্র্যময় সহশিক্ষা কার্যক্রম। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশ টেলিভিশন আয়োজিত 'জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা' অন্যান্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা জয়লাভ করে তাদের মেধার স্বাক্ষর রাখে।

# অতিথিদের আগমন ও পরিদর্শন

Honourable Education Minister Dr. Dipu Moni & Miki Watanabe (Chairman of JIDS)

Meher Afroz Chumki, the honourable member of parliament, is received with a crest by the honourable Chairman.

শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বপ্নের শিক্ষা ছড়িয়ে দেয়ার জন্যই নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। স্বপ্নের শিক্ষা কার্যক্রমের তিনটি স্তম্ভের মধ্যে অন্যতম স্তম্ভ হল শিক্ষার্থীদের বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় উপযোগি হিসেবে গড়ে তোলা। এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থীদের মাঝে বৈশ্বিক শিক্ষা ছড়িয়ে দেওয়া। যেন তারা এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে টিকে থাকতে পারে। এরই অংশ হিসেবে নারায়ণকুল ড্রিম মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ জাপানের 'ইকুনুনকান স্কুল' সহ বিশ্বের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে চলেছে।

District Education officer, Rebeka Sultana, is being honoured by the honourable chairman of this organization.

Dr. Abul Barkat, professor of Dhaka University is received with a crest by our honourable principal.

Nurul Islam, The honourable Deputy Commissioner of Gazipur, is received with a crest by the honourable Chairman

Advocate Jahagir Alam, the honourable Mayor of Gazipur and the honorable principal of this organization are at the annual sports festival.

Principal (left) with Two Other Teachers
Japanese School Dhaka

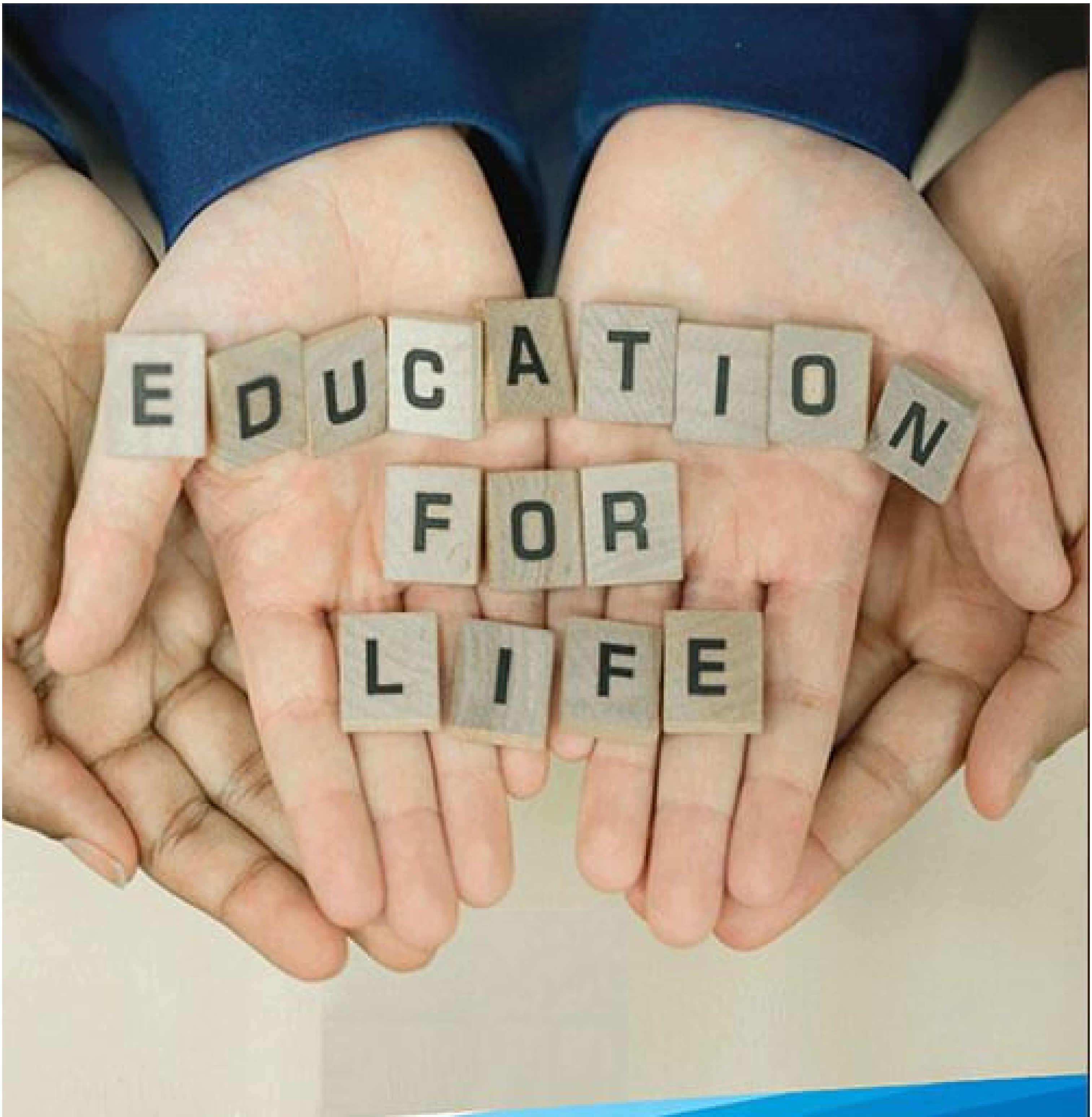


যোগাযোগের ঠিকানা :
নারায়ণকুল (ওয়ার্ড নং # ৪২, মিরের বাজারের দক্ষিণে)
গাজীপুর-১৭২১ । মোবাইল : ০১৭৭-৭২২৮৮২৫
Email : www.ndmsc.bd@gmail.com
Web : www.ndmscbd.org
Facebook : www.facebook.com/ndmsc.bd